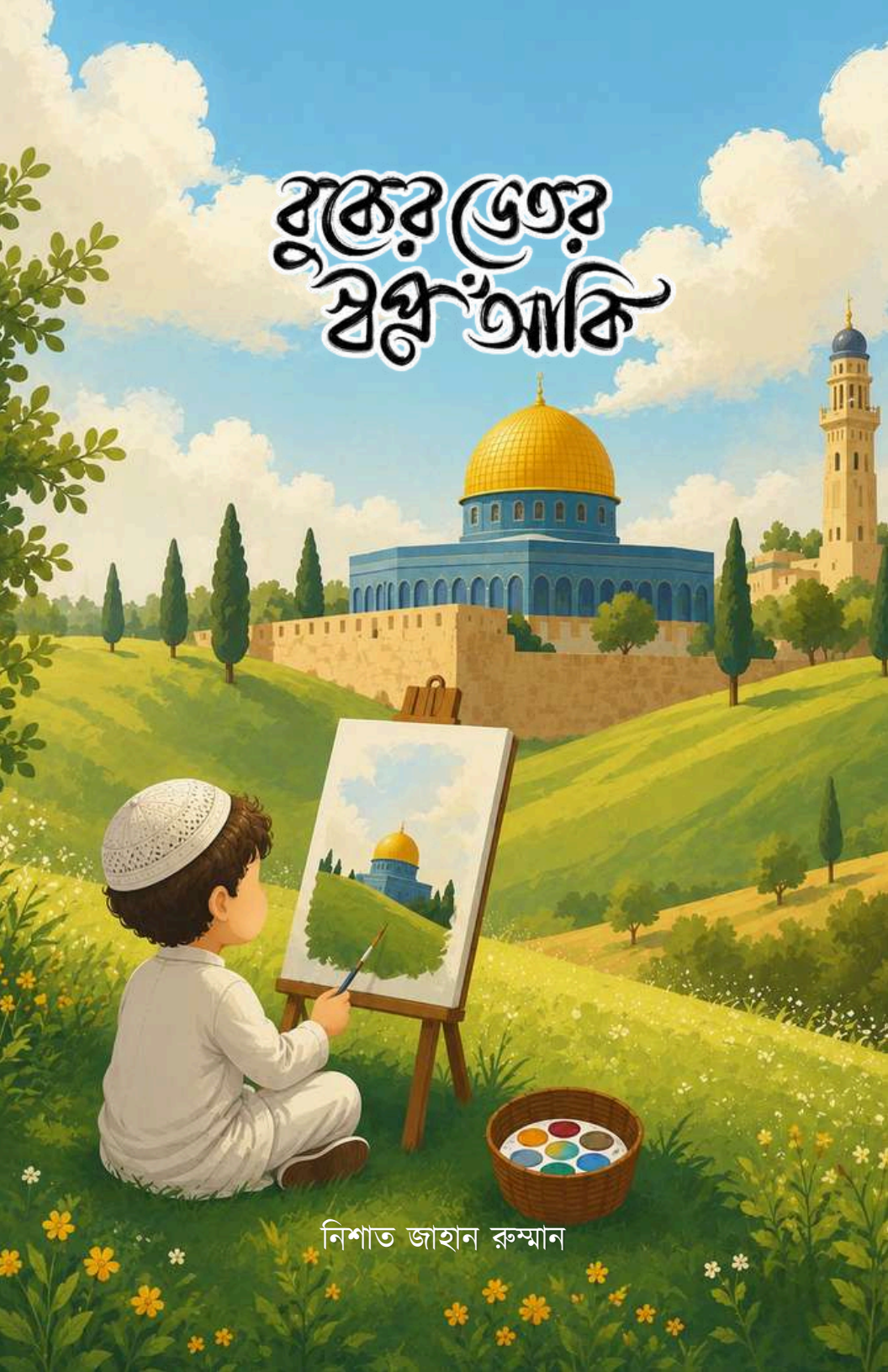


# মুকের দেশ যিশু আকি



নিশাত জাহান রুমান

## প্রকাশকের কথা

শিশুর হাতে একটি বই তুলে দেওয়া মানে তাকে একগাদা তথ্য গিলিয়ে দেওয়া নয়, বরং তার কল্পনার জগতে, তার চিন্তার ভুবনে এবং ধীরে ধীরে গড়ে ওঠা তার ব্যক্তিত্বে কিছু বীজ বুনে দেওয়া। সেই বীজ কখনো হয় গল্পের ভাষায়, কখনো ছন্দের দ্যোতনায়। ছন্দ, মিল আর শব্দের আনন্দের মধ্য দিয়েই শিশুরা পৃথিবীকে চিনতে শেখে, মানুষের প্রতি মমতা অনুভব করতে শেখে, ভালো-মন্দের পার্থক্য বুঝতে শেখে। এই বইটির ছড়াগুলোতেও সেই প্রচেষ্টাই লক্ষ করা যায়।

শিশুমনের স্বাভাবিক আনন্দ ও কৌতূহলকে অক্ষুণ্ণ রেখে এর পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে পরিবার, ভালোবাসা, শিষ্টাচার, নৈতিকতা, ঈমানি চেতনা ও সুন্দর জীবনবোধের নানা অনুষঙ্গ।

একজন প্রকাশক হিসেবে শিশুদের জন্য বই প্রকাশের ক্ষেত্রে আমাদের কাছে একটি বিষয় সব সময় গুরুত্বপূর্ণ, তা হচ্ছে বইটি যেন শিশুর হাতে আনন্দের উপলক্ষ হিসেবে পৌঁছায়, আবার সেই আনন্দ যেন তাকে কোনো না কোনোভাবে একটু সুন্দর মানুষ হওয়ার পথেও এগিয়ে দেয়। কারণ শৈশবে পড়া অনেক কথাই শিশুর মনে অদৃশ্যভাবে থেকে যায়; বছ বছর পরেও কোনো একটি ছড়ার পঙ্ক্তি, কোনো একটি শব্দ কিংবা কোনো একটি ভাবনা হঠাৎ তার মনে ফিরে আসতে পারে।

এই বইয়ের বিশেষত্ব এখানেই। এটি শিশুদের ওপর কোনো শিক্ষা চাপিয়ে দিতে চায় না; বরং ছন্দের স্বাভাবিক প্রবাহে কিছু সুন্দর কথা তাদের কাছে পৌঁছে দিতে চায়। আজান, দরুদ, আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা, মা-বাবার স্নেহ, উদারতা, সাহস ও ভালো কাজের অনুপ্রেরণার মতো বিষয়গুলোকে শিশুবান্ধব ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে।

আমরা আশা করি, বাবা-মা যখন সন্তানের হাতে বইটি তুলে দেবেন, শিশুরা তখন শুধু ছড়া পড়বে না—কখনো হাসবে, কখনো ভাববে, কখনো নতুন কিছু জানতে চাইবে। আর এবাবেই একটি বই হয়ে উঠবে তার শৈশবের সুন্দর স্মৃতির অংশ।

ছোট পাঠকের কোমল হৃদয়ে যদি এই বইয়ের কোনো একটি ছড়া ভালোবাসার জন্ম দেয়, কোনো একটি পঙ্ক্তি তাকে ভালো কাজের অনুপ্রেরণা দেয়, কিংবা কোনো একটি ভাবনা তাকে আলোর দিকে এক পা এগিয়ে দেয়—তাহলেই এই বই প্রকাশের আমাদের প্রচেষ্টা সার্থক।

শিশুদের নির্মল শৈশব আরও সুন্দর হোক, তাদের কল্পনার আকাশ আরও বিস্তৃত হোক, আর সেই আকাশে জ্বলুক সত্য, সৌন্দর্য ও কল্যাণের আলো—এই প্রত্যাশায় বইটি আমাদের প্রিয় ছোট পাঠকদের হাতে তুলে দিচ্ছি।

আজমিন আক্তার ইভা

info.iffah@gmail.com

পবা, রাজশাহী

১৮/০৮/২৬



## লেখিকার কথা

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহ তা'লার যিনি আমার কলমকে হৃন্দের জগতে বিচরণের অনুমতি দান করেছেন। দরুদ ও সালাম পেশ করছি সেই মহামানবের প্রতি যিনি আমাদেরকে না দেখেই ভালোবেসেছেন এবং ভালোবাসতে শিখিয়েছেন কোমল প্রাণ ছোট শিশুদের।

শিশুরা বেহেশতের ফুল। ওদের অন্তর সহস্র আলোকোজ্জ্বল রঙিন স্বপ্নে ভরপুর। ওরা কল্পনাপ্রবণ এবং আনন্দ প্রিয়। আর হৃন্দের ভাঁজে ভাঁজেই যুগ যুগান্তর ধরে নির্মল আনন্দের বসবাস। ছোটবেলাকার হৃন্দের তালে তালে দুলে দুলে পড়া ছড়ার শরীরে যদি ছড়িয়ে দেয়া যায় জীবন গঠনের সূক্ষ্ম কিছু অনবদ্য সূত্র, তবে অবচেতন মনে সেসব গেঁথে যায় আশ্চর্য সুনিপুণ মাধুর্যময় হয়ে। বড় বেলায় সেসব হয়ে যায় সিদ্ধান্ত গঠনের মজবুত হাতিয়ার। কবে কোন ছোটবেলায় পড়েছিলাম—

"তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে খোদার মদদ ছাড়া  
তোরা পরের উপর ভরসা ছেড়ে নিজের পায়ে দাঁড়া।"

আজও সংকটে কিংবা দুঃসময়ে লাইন দুটি স্বস্তির পরশ হয়ে মস্তিষ্কে আদর বুলিয়ে যায়।

তাই ছোটরাও ভাবতে শিখবে, ওদের মননে আলোড়ন তুলবে— এমন কিছু বিষয় গেঁথেছি হৃন্দের বুনে।

আল্লাহ যেন আমার কবিতাগুলো গুলো কবুল করে নেন। যেন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আলোকবর্তিকা হয়ে আমার জন্য সদাকায়ে জারিয়া হয়ে থাকে এই হৃন্দবদ্ধ ভালোবাসাগুলো। আমীন।



## ভূমিকা

ভোরের শিশির ভেজা আধফোটা পদ্ম!  
তোমাদের ভালোবেসে লিখেছি এ পদ্য।

আমার কবিতা পড়ে ভাবনায় হারালে  
সূর্যটা চিনে নিলে আঁধারের আড়ালে,

শিখে নিলে জীবনের ভালো কিছু শিক্ষা  
আলোকিত হতে হবে— নাও যদি দীক্ষা,

তবে খুব খুশি হব, পাব অনুপ্রেরণা  
শুরু করে দাও তবে আর দেরি কোরো না।

উৎসর্গ

প্রিয় আব্বুকে,

যিনি শিখিয়েছিলেন কবিতা কিভাবে গড়ে।  
কবিতার খাতা হাতে তুললেই তাঁর কথা মনে পড়ে।

প্রিয় আব্বুকে,

যার আঙুলের ছোঁয়া আমাকে করেছে আমি।  
মাবুদের পর তিনিই আমার বেশি কল্যাণকামী।

# সূচিপত্র

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| বুকের ভেতর স্বপ্ন আঁকি..... | ১০ |
| তুমিই শুধু পারো.....        | ১১ |
| মেয়েটা স্বপ্ন আঁকে.....    | ১২ |
| রবের স্মরণ.....             | ১৩ |
| মালিকের চিঠি.....           | ১৪ |
| আমার মা.....                | ১৫ |
| চোখের হক.....               | ১৬ |
| জান্নাতে আমাদের নীড়.....   | ১৭ |
| আমরা হব দুর্নিবার .....     | ১৮ |
| আমরা সবাই হাদি হব.....      | ২০ |
| তবুও পাখি স্বপ্ন বোনে.....  | ২২ |
| ভুঁড়িভোজ .....             | ২৪ |
| আরবী ভাষার ভালোবাসা.....    | ২৫ |
| কোমল হলে তবে.....           | ২৭ |
| যেমন ছিলেন তাঁরা.....       | ২৮ |
| মুমিনের খাওয়া-দাওয়া.....  | ৩০ |
| বইবন্ধু.....                | ৩১ |
| রূপকথা নয় সত্যি.....       | ৩২ |
| আত্মীয়দের বাড়ি.....       | ৩৪ |
| দোয়ার খুশবু.....           | ৩৬ |
| এসো দরুদ পড়ি.....          | ৩৮ |
| ইহসান.....                  | ৩৯ |

|                           |    |
|---------------------------|----|
| সহজে কিংবা কঠিন.....      | ৪০ |
| নিরাপত্তার জন্য.....      | ৪২ |
| সফলতার জন্য .....         | ৪৪ |
| নেকির খোঁজে.....          | ৪৫ |
| এসো মেসওয়াক করি.....     | ৪৬ |
| আমি এখন পাখি .....        | ৪৭ |
| যাদুর কাঠি .....          | ৫০ |
| আসুক ঈদ আসুক.....         | ৫২ |
| ভালোবেসো বাবাকে.....      | ৫৫ |
| শপথ.....                  | ৫৬ |
| গাঁয়ের সুধার স্বাদ.....  | ৫৮ |
| উদার হওয়ার পাঠ পড়ো..... | ৬০ |
| আজান .....                | ৬২ |
| বস্তির শিশু .....         | ৬৩ |
| ভালো থেকেো নানাভাই.....   | ৬৫ |
| চাঁদের দুঃখ.....          | ৬৬ |
| ত্যাগের দীক্ষা.....       | ৬৭ |
| চিন্তা করি চলো .....      | ৬৮ |
| সৃষ্টি অপরূপ.....         | ৬৯ |



## বুকের ভেতর স্বপ্ন আঁকি

ফিলিস্তিনের একটা শিশু  
বললো করুণ কান্নাতে,  
‘মরে যেতে চাইছি কারণ,  
প্রচুর খাবার জান্নাতে।’

বললো আরেক ছোট্ট শিশু,  
‘কাউকেই সে পায় না ভয়,  
আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউই  
ভয় করবার যোগ্য নয়।’

কেউ একজন বললো তাকে  
ভয় করে না বিমানটায়?  
বললো সে, ‘এক আল্লাহ ছাড়া  
ভয় পেলে তো ঈমান যায়।’

ঐ বিমানের আরো উপর  
আছেন আমার আল্লাহ পাক।’  
কেমন দারুণ সাহস দেখো!  
অবাক ঈমানদীপ্ত বাক।

তোমরা যারা ছোট্ট শিশু  
ফুলের মত তরতাজা,  
বুকের ভেতর স্বপ্ন আঁকো  
করবে স্বাধীন সেই গাজা।



সব শিশুরা কান্না ভুলে  
তোমার সাথে বাঁধবে জোট,  
আল্লাহ নামের জয়োগানে  
সিঁক্ত হবে সবার ঠোঁট।

ক্ষুধার কথা, মনের ব্যথা  
কিছুটি আর থাকবে না,  
দুঃখ নামের আগরবাতি  
কেউ ঘরে আর রাখবে না।

তুমিই হবে নতুন ইমাম  
স্বাধীনতার মুয়াজ্জিন,  
তোমার কাছে এই পৃথিবীর  
থাকবে বাকি অনেক ঋণ।

## তুমিই শুধু পারো

যদি

কান্না মুছে হাসতে পারো,  
দুঃখগুলো তাড়িয়ে দিয়ে  
প্রশান্তিতে ভাসতে পরো।

তবেই তুমি পারো  
যোগ্যতম মানুষ হতে  
সবার চেয়ে আরও।

যদি

খারাপ স্মৃতি ভুলতে পারো,  
আঘাত দেয়া লোক গুলোকে  
আপন করে তুলতে পারো।

তোমার জন্য তবে  
জাহান্নামের আগুনটাকে  
নিভিয়ে দেয়া হবে।

যদি

বিশ্বাসটা রাখতে পারো,  
ভালো কাজের ধৈর্য এবং  
ন্যায্যের পথে ডাকতে পারো।

শপথ করে প্রভু,  
বলে দিলেন ক্ষতির মাঝে  
পড়বে না তো কভু।

যদি

বাবা মায়ের মনের মত  
হতে পারো, তাদের প্রতি  
কোমল, বিনয় অবনত।

তবে আল্লাহ্ পাকও  
তোমার উপর হবেন খুশি  
বেজার হবেন নাকো।

যদি

কষ্টে কারো পাশে দাঁড়াও,  
বক্ষ দিয়ে আগলে রেখে  
বন্ধু হয়ে হাতটা বাড়াও।

দেখবে তোমার ডাকে  
আনন্দরা পাখির মতন  
আসবে ঝাঁকে ঝাঁকে।



## মেয়েটা স্বপ্ন আঁকে

মেয়েটা ফুলের মতো  
মখমল, উলের মতো,  
হাসি তার বরনাধারা  
দুই চোখ স্বপ্ন ভরা।



মন তার মোমের মতো  
যত হাসে কাঁদেও তত।  
তবুও সাহসটাকে  
মেয়েটা সঙ্গে রাখে।

সত্যের ঘ্রাণ প্রিয় তার  
মিথ্যা—পাপ, অনাচার।  
ভয় নেই রাত্রি এলে  
জ্বলে সে আঁধার ঠেলে।

রূপকথা তার প্রিয় না,  
বুকে তার স্বপ্ন বোনা  
সাহাবীর জীবন থেকে  
নেবে সে সুবাস মেখে।

নামাজের সময় হলে  
খেলা-ধূলা অমনি ফেলে,  
মাবুদের সামনে দাঁড়ায়  
নামাজে মনটা হারায়।

পড়তে ভাল্লাগে তার  
পড়ালেখা ভীষণ মজার।  
বাবা-মা সেই মেয়েকে  
হতবাক তাকিয়ে দেখে।

ফুল, পাখি, রোদ্দ, ছায়া;  
সকলের আদর মায়া  
মেয়েটা সুখেই থাকে  
আলোময় স্বপ্ন আঁকে।